বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

আধুনিক যুগ ০৫:

কাজী নজরুল ইসলাম

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

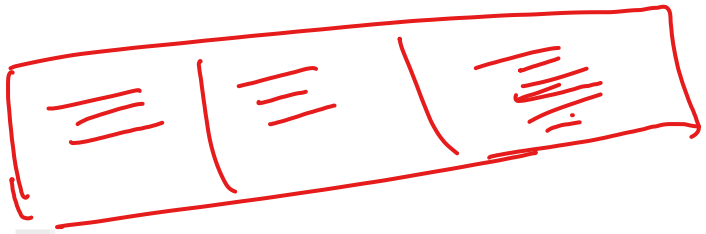

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম জনপ্রিয় বাঙালি কবি। তিনি বাংলা ভাষার অন্যতম সাহিত্যিক, দেশপ্রেমী এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তাঁর কবিতায় বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁকে বিদ্রোহী কবি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁর কবিতার মূল বিষয়বস্তু ছিল মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার এবং সামাজিক অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। তার সব সাহিত্যকর্মে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ছিল সুস্পষ্ট। তার সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে ভালোবাসা, মুক্তি এবং বিদ্রোহ। ধর্মীয় লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধেও তিনি নানান প্রবন্ধ লিখেছেন। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখলেও তিনি মূলত কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত।

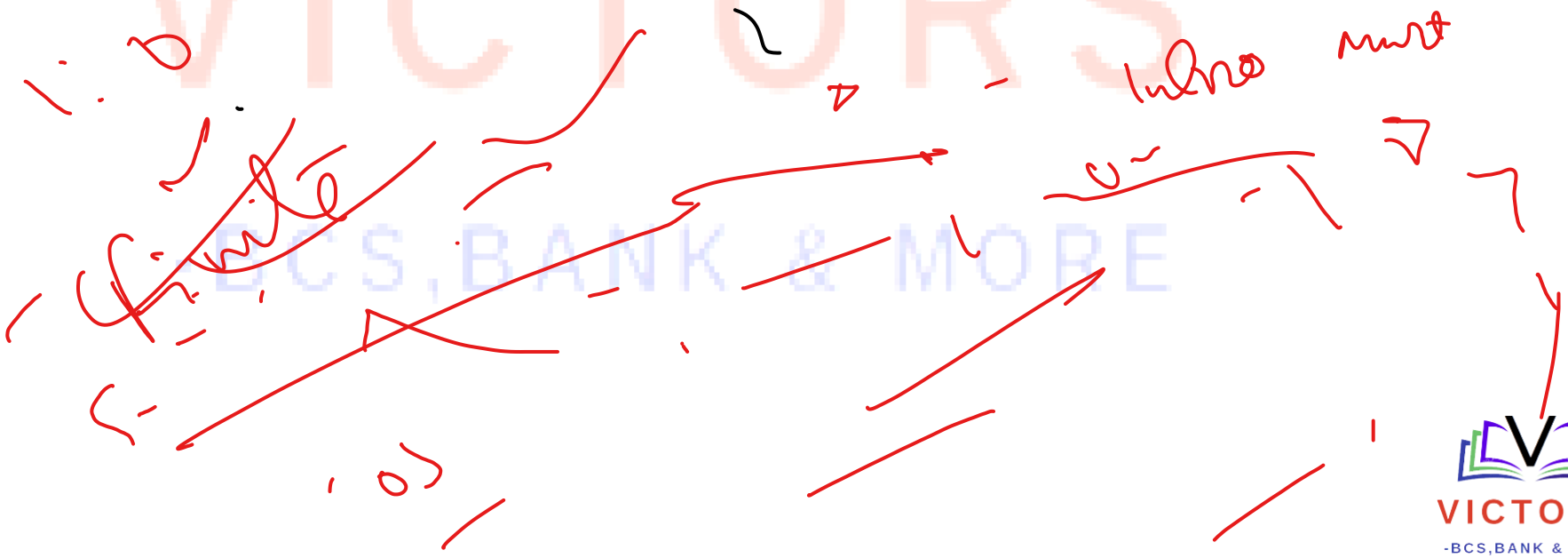

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

গ্রন্থ	প্রকাশকাল (বঙ্গাব্দ)	প্রকাশকাল (খ্রিস্টাব্দ)	বিষয়বস্তু
অগ্নিবীণা	কার্তিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দ	২৫শে অক্টোবর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ	এই গ্রন্থে মোট বারোটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি হচ্ছে - 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বর-ধারিণী মা', 'আগমণী', 'ধূমকেতু', কামাল পাশা', 'আনোয়ার 'রণভেরী', 'শাত-ইল-আরব', খেয়াপারের তরণী', কোরবানী' ও মোহররম'। এছাড়া গ্রন্থটির সর্বাগ্রে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ-কে উৎসর্গ করে লেখা একটি উৎসর্গ কবিতাও আছে।
সাম্যবাদী	পৌষ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ	২০শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ	বইটিতে মোট ১১ টি কবিতা রয়েছে। সবগুলোতেই মানুষের সমতা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।
ঝিঙে ফুল	চৈত্র ১৩৩২ বঙ্গাব্দ	১৪ই এপ্রিল ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ	ছোটদের কবিতা
সিন্ধু হিন্দোল	১৩৩৪ বঙ্গাব্দ	১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ	এই কাব্যগ্রন্থে মোট ১৯টি কবিতা রয়েছে।
চক্রবাক	ভাদ্র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ,	১২ই আগস্ট ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ	এই কাব্যে নজরুল বেদনার ছবি তুলে ধরেছেন; এতে রয়েছে প্রেমের অনুভূতি এবং অতীত সুখের স্মৃতিচারণা।
নতুন চাঁদ	চৈত্র ১৩৫১ বঙ্গাব্দ	মার্চ ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ।	এতে রয়েছে নজরুলের ১৯টি কবিতা।

VICTORS
BCS, BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মরুভাস্কর	১৩৫৭ বঙ্গাব্দ	১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ	হজরত মোহাম্মদ সঃ এর জীবনী নিয়ে চারটি সর্গে ১৮ টি খণ্ড-কবিতা নিয়ে এই কাব্যগ্রন্থ।
নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা		১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ	নজরুল ইসলামের ইসলামী কবিতা সংকলন

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

গ্রন্থ	প্রকাশকাল (বঙ্গাব্দ)	প্রকাশকাল (খ্রিস্টাব্দ)	বিষয়বস্তু
দোলন-চাঁপা	আশ্বিন ১৩৩০ বঙ্গাব্দ	অক্টোবর ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ	প্রথম সংস্করণ এই কাব্যগ্রন্থে ১৯টি কবিতা ছিল। সূচিপত্রের আগে মুখবন্ধরূপে সংযোজিত কবিতা "আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে" ১৩৩০ বঙ্গাব্দের (১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ) জ্যৈষ্ঠ মাসের কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দোলনচাঁপা কাব্যগ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে ৫০ টি কবিতা সংকলিত হয়।
বিষের বাঁশি	শ্রাবণ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ	১০ই আগস্ট ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ	এই গ্রন্থে ২৭ টি কবিতা রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের বাজেয়াপ্ত ৫টি গ্রন্থের মধ্যে এটি অন্যতম।
ভাঙ্গার গান	শ্রাবণ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ	আগস্ট ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ	বিদ্রোহাত্মক কাব্যগ্রন্থ। ১১ নভেম্বর ১৯২৪ তারিখে তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াফত করে ও নিষিদ্ধ করে। ব্রিটিশ সরকার কখনো এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেননি।
চিত্তনামা	শ্রাবণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ	আগস্ট ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ	
ছায়ানট	আশ্বিন ১৩৩২ বঙ্গাব্দ	২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ	এতে রয়েছে নজরুলের ৫০টি কবিতা।
পুবের	মাঘ ১৩৩২	৩০শে জানুয়ারি	এই গ্রন্থে ২০ টি কবিতা রয়েছে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

হাওয়া	বঙ্গাব্দ	১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ	
সর্বহারা	আশ্বিন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ	২৫শে অক্টোবর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ	সর্বহারা কাব্যগ্রন্থে ১০ টি কবিতা রয়েছে
ফণী-মনসা	শ্রাবণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ	২৯শে জুলাই ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ	জিঞ্জীর কাব্যগ্রন্থে ১৬টি কবিতা রয়েছে
সঞ্চিতা	আশ্বিন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ,	১৪ই অক্টোবর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ	আটাত্তরটি কবিতা ও সতেরোটি গান মিলে একটি কাব্য-সংকলন।
জিঞ্জীর	কার্তিক ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ।	১৫ই নভেম্বর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ	
সন্ধ্যা	ভাদ্র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ	১২ই আগস্ট ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ	২৪টি কবিতা আর গান নিয়েই এই গ্রন্থ। বাংলাদেশের রণসংগীত “চল চল চল, উর্ধ গগণে বাঝে মাদল” এই বই থেকে নেয়া হয়েছে।
প্রলয় শিখা	অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ	আগস্ট ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ	
নির্ঝর	মাঘ ১৩৪৫	২৩শে জানুয়ারি	এই গ্রন্থে মোট কবিতার সংখ্যা ২৫টি। নজরুল ইসলামের নির্ঝর বইকে অনেক সমালোচকের

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

	বঙ্গাব্দ	১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ	কাছে একটি ভাগ্যবিড়ম্বিত বই বলে মনে হয়েছে।
সঞ্চয়ন	১৩৬২ বঙ্গাব্দ	১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ	
শেষ সওগাত	বৈশাখ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ	১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ	
ঝড়	মাঘ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ	জানুয়ারি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ	এতে রয়েছে নজরুলের ২৪টি কবিতা।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

নাটক

- ঝিলিমিলি (নাট্যগ্রন্থ)
- আলেয়া (গীতিনাট্য)
- পুতুলের বিয়ে (কিশোর নাটক)
- মধুমালা (গীতিনাট্য)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রবন্ধ

- যুগবানী ১৯২২
- ঝিঙ্গে ফুল ১৯২৬
- দুর্দিনের যাত্রী ১৯২৬
- রুদ্র মঙ্গল ১৯২৭
- ধূমকেতু ১৯৬১
- রাজবন্দির জবানবন্দি

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

গল্পগ্রন্থ

গ্রন্থ	প্রকাশকাল (বঙ্গাব্দ)	প্রকাশকাল (খ্রিস্টাব্দ)	বিষয়বস্তু
ব্যথার দান	ফাল্গুন ১৩২৮ বঙ্গাব্দ	১লা মার্চ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ	এটি নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের গল্পগুলোর ভাষা আবেগাশ্রয়ী, বক্তব্য নরনারীর প্রেমকেন্দ্রিক।
রিক্তের বেদন	পৌষ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ	১২ই জানুয়ারি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ	মোট ৮টি গল্প আছে এতে। উল্লেখযোগ্য - রাক্ষুসী
শিউলি মালা	কার্তিক	১৬ই অক্টোবর	এই গ্রন্থে মোট ৪টি গল্প আছে। উল্লেখযোগ্য -

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ পদ্ম-গোখরো, জিনের বাদ্‌শা

হক সাহেবের

হাসির গল্প

হাসির গল্প

সাপুড়ে

আখ্যান

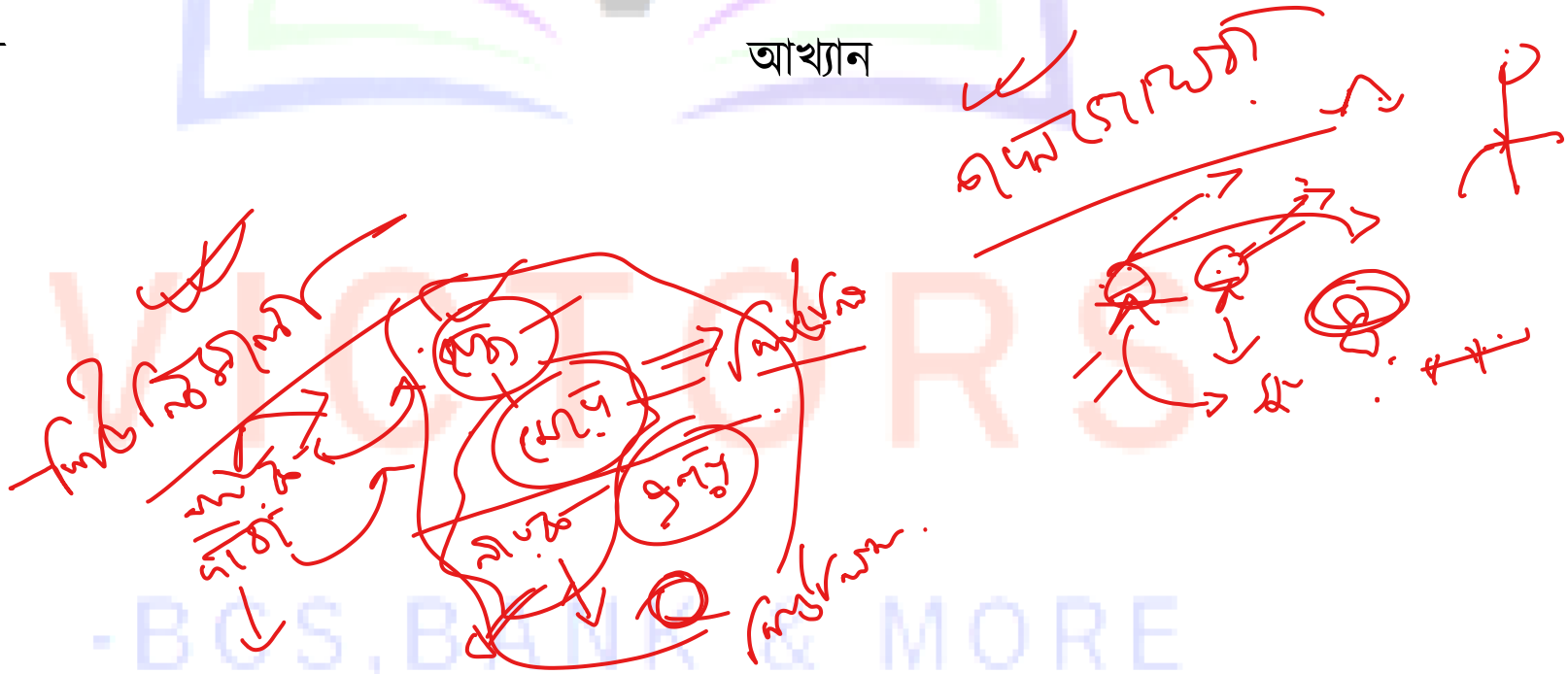

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভা। নজরুল প্রতিভার ভেতর আমরা এক সাথে দু'টি প্রবাহের পাশাপাশি অবস্থান লক্ষ্য করি। একটি প্রবাহ হল প্রেম সৌন্দর্য ও অপরটি হল বলিষ্ট বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের পেছনে যে শক্তি কাজ করেছে তাও হল প্রেম-দেশপ্রেম। বাংলা সাহিত্য ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যেই প্রেম সৌন্দর্য ও বিদ্রোহের বাণী ঝংকৃত হতে শোনা যায়। কিন্তু একই কবি বা সাহিত্যিকের মধ্যে এই দুটো গুণের সমাবেশ যথেষ্ট বিরল। নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি বলে পরিচিত। কিন্তু এটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। তার বিদ্রোহী সত্তার সাথে রোমান্টিক প্রেমানুভূতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। নজরুল ইসামের বিদ্রোহ ছিল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও তৎকালীন শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। কবি সমাজের হীন স্বার্থান্বেষী শ্রেণীর হাতে দরিদ্র নিপীড়িত, অসহায় মানুষের নির্যাতিত হওয়ার চিত্র অতি কাছে থেকে দেখেছেন।

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

'প্রেম ও বিদ্রোহী'

'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণ-তূর্য্য'—এমনই দুর্দান্ত লাইন রচনার স্রষ্টা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রেম ও দ্রোহের এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি তার কাব্য ও গানে যেমন বিদ্রোহের ঝঙ্কার তুলেছিলেন, তেমনি প্রেমের মায়াজালে সবাইকে আকৃষ্টও করেছিলেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি স্বাধীনতার কথা বলার পাশাপাশি প্রেমেও পড়েছিলেন বারবার। ভালোবেসে প্রিয় মানুষের সঙ্গে ঘরও বেঁধেছিলেন বহু বাধা উপেক্ষা করে। মহান এই কবিকে শুধু 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে আখ্যা দিলে নিঃসন্দেহে তার মানসকে খণ্ডিত করে দেখা হবে। কারণ তিনি দ্রোহের কবি যেমন সত্য, প্রেমের কবি হিসেবেও ততটা সত্য। তার কাব্য ও গানে দ্রোহের চেতনা এসেছে নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষদের জাগানোর জন্য আর চিরন্তন প্রেমের বাণীতে এসেছে শাশ্বত কালের মানবহৃদয়ের আবেদন।

যিনি 'মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী, খোঁপায় দেব তারার ফুল'-এর মতো অসাধারণ রোমান্টিক গান রচনা করতে পারেন, সেই তিনিই আবার সময়ের প্রয়োজনে বিদ্রোহী চেতনায় লিখেছেন, 'আমি দুর্বার, আমি ভেঙে করি সব চুরমার'। এই যে এক দ্বৈধ চিন্তাধারার সম্মোহনী শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন, তা সাহিত্যাকাশে সত্যিই বিরল প্রতিভা হিসেবে পরিগণিত। বিদ্রোহ ও

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রেম—উভয় ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রোমান্টিক। কারণ বিদ্রোহের ক্ষেত্রে তিনি যেমন মারমুখী ও আপসহীন ছিলেন, তেমনি প্রেমের ক্ষেত্রেও ছিলেন অবুঝ শিশুর মতো অসহায়।
মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন, তাই মানুষের মহত্তম বৃত্তি প্রেমকে তিনি আত্ম-অনুভবে দীপ্ত করে তুলেছিলেন তার কাব্য ও গানে। মূলত আপন জীবনের গভীর বঞ্চনাবোধ থেকে হয়েছিলেন বিদ্রোহী আর প্রেমের ক্ষেত্রে হয়েছিলেন চিরবিরহী। তাই তার কাব্য ও গানে প্রেম ও দ্রোহী সত্তা একীভূত হয়ে গেছে। তিনি হয়ে উঠেছেন সবার প্রিয় কবি।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS, BANK & MORE

সাম্যবাদী নজরুলঃ

বাংলা **সাহিত্যে** সাম্যবাদের প্রবক্তা হলেন **কাজী নজরুল ইসলাম**। হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত ও পথিকৃৎ **কাজী নজরুল ইসলাম** বাংলা **সাহিত্যে** যে সাম্যবাদ ও অসাম্প্রদায়িকতা ধারা সৃষ্টি করেছিলেন তা অভূতপূর্ব অবিস্মরনীয়। তার তীব্র সাম্যবাদী চেতনা ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন **ভারতবর্ষে** ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকলের মাঝে ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনাসজ্জাত জাতীয় সংহতি এবং একতার সঞ্চার করেছিল। আজ এই একুশ শতকেও নজরুল আমাদের কাছে সর্বতোভাবে প্রাসঙ্গিক।

জীবনানন্দ বলেছেন – "নজরুল উনবিংশ শতকের **ইতিহাসে** প্রান্তিক শেষ নিঃসংশয়বাদী কবি।" তাঁর সংশয়হীনতা, জাগ্রত মানুষের প্রতি প্রবল আস্থা এবং ইতিবাচক ব্যক্তিত্বের মজবুত ভিত বাঙালি সমাজ ও সভ্যতায় সমূহ নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার উচ্চারণ। নজরুলের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা বাঙালিকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে প্রহরে, প্রহরে। "মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই, নহে কিছু মহীয়ান" – আজ যেন আমাদের প্রাত্যহিক উচ্চারণের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

গাহি সাম্যের গান--

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান

যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান ।

গাহি সাম্যের গান !

কে তুমি ?-পার্সী ? জৈন ? ইহুদী ? সাঁওতাল, ভীল, গারো ?

কনফুসিয়াস ? চার্বাক-চেলা ? বলে যাও, বল আরো !

বন্ধু যা খুশি হও

পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশী পুঁথি ও কেতাব বও,

কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-

জেন্দাবেস্তা গ্রন্থ সাহেব পড়ে যাও যত সখ,-

কিন্তু কেন এ পন্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল ?

দোকানে কেন এ দর-কষাকষি ? -পথে ফুটে তাজা ফুল !

তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,

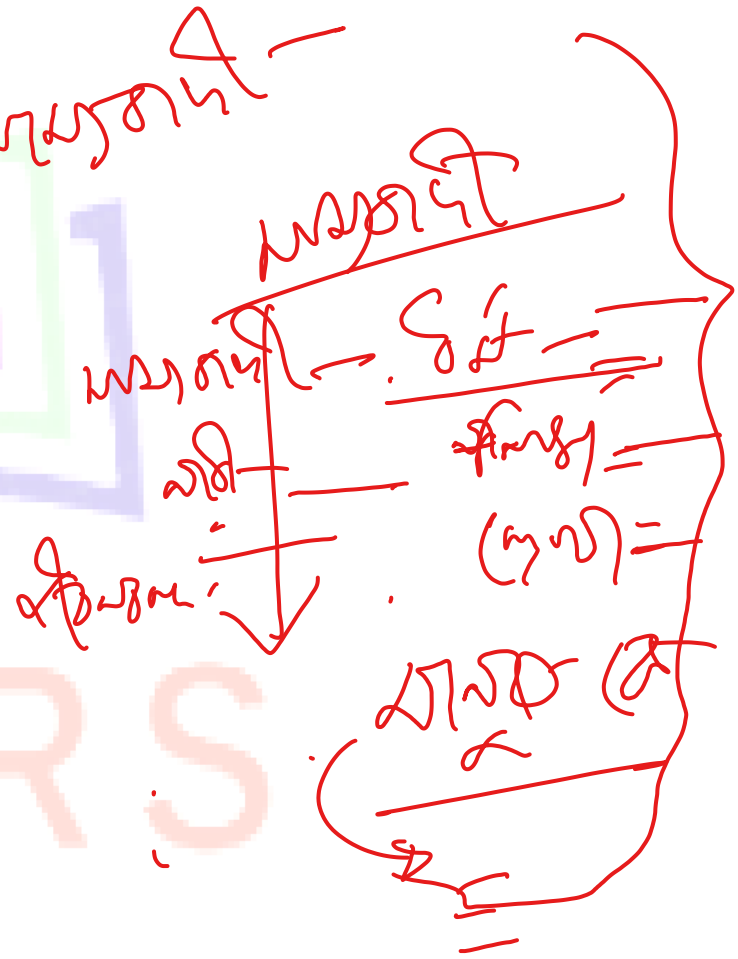

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ !

সাম্যবাদী । কাজী নজরুল ইসলাম

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মানুষ

---কাজী নজরুল ইসলাম

গাহি সাম্যের গান–

মানুষের চেয়ে কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান ,

নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ

ধর্মজাতি,

সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের

জ্ঞাতি ।

‘পুজারী, দুয়ার খোল,

ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পুজার সময়

হলো !’

স্বপ্ন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

দেবতার বরে আজ রাজা-

টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয় !

জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ

ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোল বাবা,

খাইনা তো সাত দিন !'

সহসা বন্ধ হল মন্দির , ভুখারী ফিরিয়া চলে

তিমির রাত্রি পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক

জ্বলে !

ভুখারী ফুকারি' কয়,

'ঐ মন্দির পুজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয় !'

মসজিদে কাল শিরনী আছিল, অঢেল গোস্ত রুটি

বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই

কুটিকুটি !

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে-আজারির চিন্

বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ

নিয়ে সাত দিন !'

তেরিয়াঁ হইয়া হাঁকিল

মোল্লা–"ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,

ভুখা আছ মর গে-ভাগাড়ে গিয়ে ! নামাজ পড়িস

বেটা ?"

ভুখারী কহিল, 'না বাবা !' মোল্লা হাঁকিল-

'তা হলে শালা

সোজা পথ দেখ !' গোস্ত-

রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা !

ভুখারী ফিরিয়া চলে,

চলিতে চলিতে বলে–

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

“আশিটা বছর কেটে গেল,
আমি ডাকিনি তেমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা’বলে বন্ধ করোনি প্রভু !
তব মজসিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল
দুয়ারে চাবী !”
কোথা চেঙ্গিস, গজনী-মামুদ, কোথায়
কালাপাহাড় ;
ভেঙ্গে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া-
দ্ব ার !
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায় কে দেয়
সেখানে তালা ?
সব দ্বার এর খোলা র’বে, চালা হাতুড়ি শাবল

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

চালা !

হায় রে ভজনালয়

তোমার মিনারে চড়িয়া ভন্ড গাহে স্বার্থের

জয় !

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জীবন বন্দনা

-কাজী নজরুল ইসলাম

.

গাহি তাহাদের গান –

ধরণির হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।

শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে

ত্রস্তা ধরণি নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।

বন্য-শ্বাপদ-সংকুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা

যাদের শাসনে হল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।

যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বনের ব্যাঘ্র মরুর সিংহ বিবরের ফণী লয়ে।

এল দুর্জয় গতিবেগ সম যারা যাযাবর-শিশু

– তারাই গাহিল নব প্রেমগান ধরণি-মেরির জিশু –

যাহাদের চলা লেগে

উল্কার মতো ঘুরিছে ধরণি শূন্যে অমিত বেগে !

নারী

-কাজী নজরুল ইসলাম

সাম্যের গান গাই-

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

বিশ্বে যা কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি,

অর্ধেক তার আনিয়াছে নর অর্ধেক তার নারী।

অগ্নিবীণা কাব্য গ্রন্থঃ

অগ্নিবীণা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যতম জনপ্রিয় বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে (অক্টোবর, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মোট বারোটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি হচ্ছে - 'প্রলয়োল্লাস (কবিতা)', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বর-ধারিণী মা', 'আগমণী', 'ধূমকেতু', কামাল পাশা', 'আনোয়ার

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

‘রণভেরী’, ‘শাত-ইল-আরব’, খেয়াপারের তরণী’, কোরবানী’ ও মোহররম’। এছাড়া গ্রন্থটির সর্বাগ্রে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ-কে উৎসর্গ করে লেখা একটি উৎসর্গ কবিতাও আছে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বিদ্রোহী কবিতায় মিথের ব্যবহারঃ

বল উন্নত মম শির!
শির নিহারি' আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির!
আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি নাকো কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো,
আমি ভীম ভাসমান মাইন!
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতৃর!

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বল বীর—
চির- উন্নত মম শির!
আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল্;
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর;
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির!

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম্ হ্যায় হর্দম্ ভরপুর্-মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবাসন, নিশাবসান।
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য;
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির!

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর,
বল বীর—
চির- উন্নত মম শির!
আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক।
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহা শঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব!
আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস, আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,

VICTORS -BCS,BANK & MORE

আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস!
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী!
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল-দোল্!—
আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি!
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর।
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা,
প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের!
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

চিত- চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-ক'রে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কন্-কন্।
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!
আমি উত্তর-বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি!
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি, এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ মর্ত্য করতলে,
তাজী বোরাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে!
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি' ভূমিকম্প।
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি'—
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'।
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল!
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্ ঘুম্

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ঘুম্ চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিঝ্ঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি'।
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।
আমি রুষে উঠি' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ* নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!
আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী!
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!
আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি স্বর্গ-পাতাল মর্ত্য!
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে
মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত,

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী
বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

রাজবন্দীর জবানবন্দী:

আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি রাজকারাগারে বন্দি এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

একধারে রাজার মুকুট; আরধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আরজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে রাজার নিযুক্ত রাজবেতনভোগী, রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে – সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য – জাগ্রত ভগবান।

শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার-শান্ত কোল ও অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে, পরাধীনা অনাথিনি জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কিনা জানি না, যদি হয় বিচারককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব। আবার বলছি, আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমি 'অমৃতস্য পুত্রঃ'।

আমি জানি –

ওই অত্যাচারীর সত্য পীড়ন
আছে, তার আছে ক্ষয়;
সেই সত্য আমার ভাগ্য-বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।

প্রেসিডেন্সি জেল, কলিকাতা
৭ জানুয়ারি, ১৯২৩।
রবিবার – দুপুর

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ঔপন্যাসিক নজরুল

প্রেম-বিদ্রোহ-সাম্যের কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য সাম্রাজের পাশাপাশি রয়েছে অনন্য গদ্যের ভুবন। এর মধ্যে গল্প-নাটক-উপন্যাস-প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। যদিও কবি সর্বাধিক পরিচিত কবিতার ঝঙ্কারে, তবে উপন্যাসের পৃথিবীতেও যে তার পদচারণা রয়েছে, তা প্রমাণ করে তিনটি বিস্ময়কর উপন্যাস। নজরুলের সাহিত্যজগতে প্রথম প্রবেশ গদ্যের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে তিনি কবিতায় মনোনিবেশ করলেও সেই সাথে গদ্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। গল্প-উপন্যাসে যা বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে ভিন্নতার ছোঁয়া। 'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা' এ তিনটি উপন্যাসই স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। নজরুল তার উপন্যাসে সৃষ্টিতে নিজস্ব দ্রোহ-কাব্যিক ভাষা ও চমৎকার সুখপাঠ্য কাহিনী বিন্যাসে নিঃসন্দেহে সচেষ্ট ছিলেন।

তিনি গোটা কয়েকটি উপন্যাস রচনার মধ্যে দেখিয়েছেন শক্তিশালী লেখনীর প্রমাণ। তাছাড়া নজরুলের প্রকৃত স্বরূপ প্রেম-সাম্য ও বিপ্লব আদর্শকে এসব উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায়।

'বাঁধনহারা' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম পত্রোপন্যাস, যেখানে সমাজের জটিলতা ও অতৃপ্ত

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রেম কাহিনী পত্রে পত্রে বর্ণিত। ‘মৃত্যুক্ষুধা’ উপন্যাসটিকে বলা যায় প্রথম সাম্যবাদী উপন্যাস, অন্যদিকে ‘কুহেলিকা’ উপন্যাসটি দেশমাতৃকার প্রেম ও বিপ্লবী চেতনার দৃষ্টান্ত।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

‘বাঁধনহারা’ নজরুলের প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসে নায়ক চরিত্র নুরুল হুদা। পিতৃ-মাতৃহীন নুরুল হুদাকে স্নেহভরে বাড়িতে আশ্রয় দেয় রবিয়ল। সেই সাথে নুরুল হুদার প্রতি রবিয়লের স্ত্রী রাবেয়ার স্নেহ-ভালোবাসা প্রকাশ পায়। রাবেয়ার ভাই মনুর সাথে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। রবিয়লের ছোট বোন সোফিয়ার সই প্রতিবেশী সুন্দরী মাহবুবার সঙ্গে নুরুল হুদার প্রেম-ভালোবাসা হয়। এ ভালোবাসার সার্থক রূপ দেয়ার জন্য রবিয়লের মাধ্যমে নুরুল হুদা ও মাহবুবার বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু হঠাৎ রহস্যজনকভাবে নুরুল হুদা কাউকে কিছু না বলে দূরে সরে যায়। যোগ দেয় সেনাবাহিনীতে, চলে যায় দূর বিদেশে। কাক্সিক্ষত বিয়ে ভেঙে যাওয়া, মাহবুবার বাবার মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনার ভেতর দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী এগোয়। অতঃপর অপূর্ব সুন্দরী মাহবুবার বিয়ে হয় এক বৃদ্ধ জমিদারের সাথে। জমিদারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মাহবুবা বিধবা জীবনে প্রবেশ করে, আর উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারি লাভ করে। সেনাবাহিনীর জীবন শেষে বাঁধনহারা নুরুল হুদার ফিরে আসার ইঙ্গিতের মধ্যে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সচেতন পাঠক খুব সহজেই বুঝতে পারে, নুরুল চরিত্র যে নজরুলেরই প্রতিচ্ছবি। লেখক এ উপন্যাসে প্রচণ্ড আবেগ ও সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। চিঠিগুলো থেকে ইঠে এসেছে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

চাপা কষ্ট ও বেদনার বাষ্প। সবকিছুর মূলে হারানো স্মৃতি দুঃখের প্রতিলিপি হয়ে উঠেছে। তবে উপন্যাসে যথেষ্ট শিথিলতা লক্ষণীয়। বর্ণনার ভিড়ে কোথাও কোথাও অস্পষ্টতার ছাপ রয়েছে। যেন লেখক কোনো চরিত্রকেই শিল্পগুণে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে ইচ্ছুক নন। তবু প্রেমের অপ্রাপ্তি পাঠক মনে ভাবনার ঢেউ তুলতে সক্ষম।

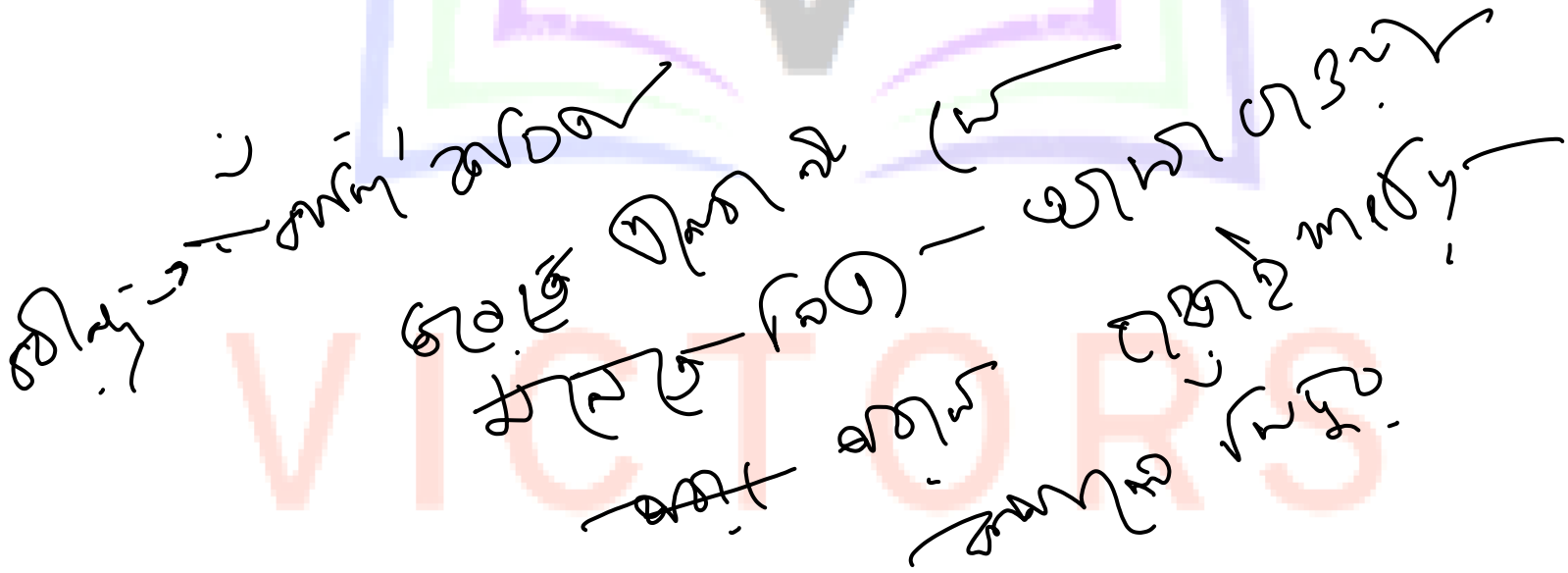

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

নজরুলের দ্বিতীয় উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা' প্রকাশ পায় ১৯৩০ সালে (বৈশাখ ১৩৩৭)। মৃত্যুক্ষুধা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের নিদারুণ দৈন্য, অর্থসংকট, সমাজ ও শ্রেণিবৈষম্য প্রভৃতি বিষয়ে উপলব্ধির প্রকাশ। এ উপন্যাসকে বলা যায় সাম্যবাদী চেতনাসম্পন্ন বাস্তবাদী আখ্যান। শিল্পগুণ ও জীবনবোধের বিচারে খুঁজে পাওয়া যায় ভিন্ন রূপরেখা। এখানে শৃঙ্খলে আবদ্ধ সমাজের প্রকৃত চিত্র বিন্যাসে লেখক মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। যেখানে মৃত্যু ও ক্ষুধা একই তুলির আঁচড়ে দৃশ্যমান। কাহিনীর ক্যানভাস পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কের দলিত জনগোষ্ঠীকে ঘিরে আরম্ভ হয়েছে। ধ্বনিত হয়েছে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবার দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে চলমান জীবন সংগ্রাম, বেঁচে থাকার আকুতি।

ক্ষুধা ও মৃত্যুর মাঝেও লেখক প্রেমের চিত্র আঁকতে ভুল করেননি। ঘটনার প্রথম পর্বে কলতলায় দরিদ্র দুই মহিলার মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া দেখা যায়। ঝগড়াটা হিন্দু হিড়িম্বার সাথে মুসলিম গজালের মায়ের। গজালের বৃদ্ধ মায়ের সংসারে তিন বিধবা যুবতী পুত্রবধূসহ ডজনখানেক বাচ্চাকাচ্চা ও পুত্র প্যাঁকালে। এত বড় সংসারের ভার ১৮-১৯ বছরের রাজমিস্ত্রি কর্মী প্যাঁকালের ওপর ন্যস্ত। দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের মুখগুলো ক্ষুধার যন্ত্রণার জন্য আহারের

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

অপেক্ষায় থাকে। সেখানে এসে যুক্ত হয় স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা প্যাঁকালের প্রসব বেদনাতুর বোন। জন্ম নেয় নতুন মুখ, নতুন স্বপ্ন-আশা। দুঃখ-আনন্দে ঘটনা এগোতে থাকে। একসময় রুগ্ন সেজো বউয়ের মৃত্যু এসে কাঁদিয়ে যায় পাঠক হৃদয়।

উপন্যাসে পাওয়া যায় কুর্শি নামের এক খ্রিস্টান তরুণীকে, যার সাথে প্যাঁকালের প্রেমের সম্পর্ক। অপরূপা সুন্দরী বিধবা মেজো বউকে তার বড় বোনের স্বামী বিয়ে করতে আগ্রহী হয়। অনটন-দুর্দশার পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনারিরা সাহায্যের ছলনায় দারিদ্র্যপীড়িতদের ধর্মান্তরিত করার নানা চেষ্টা চালায়। বিধবা সুন্দরী মেজো বউয়ের খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণে নতুন নাম হয় হেলেন। বিপ্লবী নেতা আনসারের সাথে প্রেমের মাধ্যমে হেলেন আবার মুসলিম হয়। বিপ্লবী চেতনা ও দেশমাতৃকার কর্মকাণ্ডের জন্য আনসারের কারাবরণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। উপন্যাসের গাঁথুনিতে কোথাও কোথাও সামঞ্জস্যের দুর্বলতা মনে হলেও জীবন-মৃত্যু-ক্ষুধা-আনন্দ-বেদনার মাঝে প্রেম, বিপ্লব ও সাম্যের সুরে এক অপূর্ব সৃষ্টিকর্ম 'মৃত্যুক্ষুধা'।

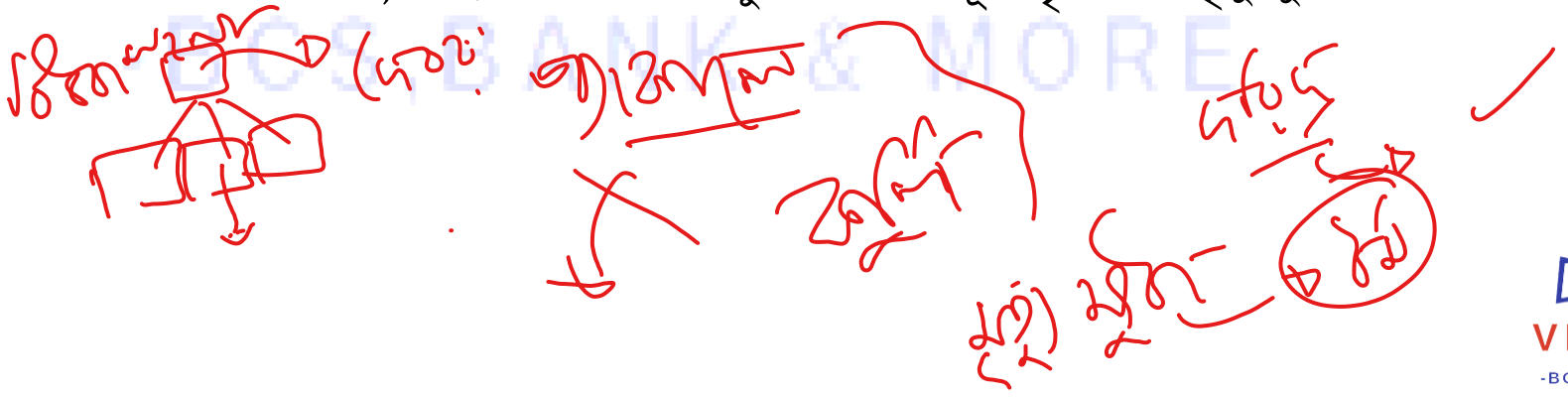

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ঔপন্যাসিক নজরুলের সর্বশেষ উপন্যাস স্বদেশী বিপ্লবী চেতনার অপূর্ব আখ্যান 'কুহেলিকা' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৩১ সালে। এ উপন্যাসে লেখক প্রধান চরিত্র স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবী জাহাঙ্গীরের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক স্বদেশ চেতনা বোধ, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতির সফল প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। সেই সাথে ব্যঙ্গ, হাস্যরস ও মিথকথনের মাধ্যমে অনন্যপ্রবাহ সঞ্চারিত করেছেন। ঘটনার সূত্রপাত তরুণ কবি হারুনের মেসে নারীকে কুহেলিকা বলে রসাত্মক কথোপকথনের মাধ্যমে। জাহাঙ্গীরের জীবনে দাগ এঁকে যাওয়া নারীদের ঘিরে এগোতে থাকে সময়। সে নারীদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চম্পা ও ভূণী চরিত্র। বিপ্লবী জাহাঙ্গীরের দ্বীপান্তরের মাধ্যমে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। জাহাঙ্গীরের পারিবারিক জীবন থেকে জানা যায় মা-বাবার বিবাহবন্ধন ছাড়াই তার জন্ম হয়েছে। মা-বাবার দূরত্ব তার মধ্যে কিছুটা হলেও ভিন্নতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। নজরুল তার সমসাময়িক জাহাঙ্গীরের মতো চরিত্র সৃষ্টি করে সত্যিই সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, যা এ সমাজকে পাল্টে দেয়ংর প্রত্যয় ঘোষণা করে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কাজী নজরুল ইসলাম তার স্বল্প সময়ের সাহিত্যজীবনে কবিতার পাশাপাশি মাত্র তিনটি উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে নিজেকে ঔপন্যাসিক হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তার চেতনার পূর্ণ প্রকাশের জন্য তিনি বরাবরই সচেষ্ট ছিলেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE